এস-ডি-ফিল্মসের

সিংহদুয়ার

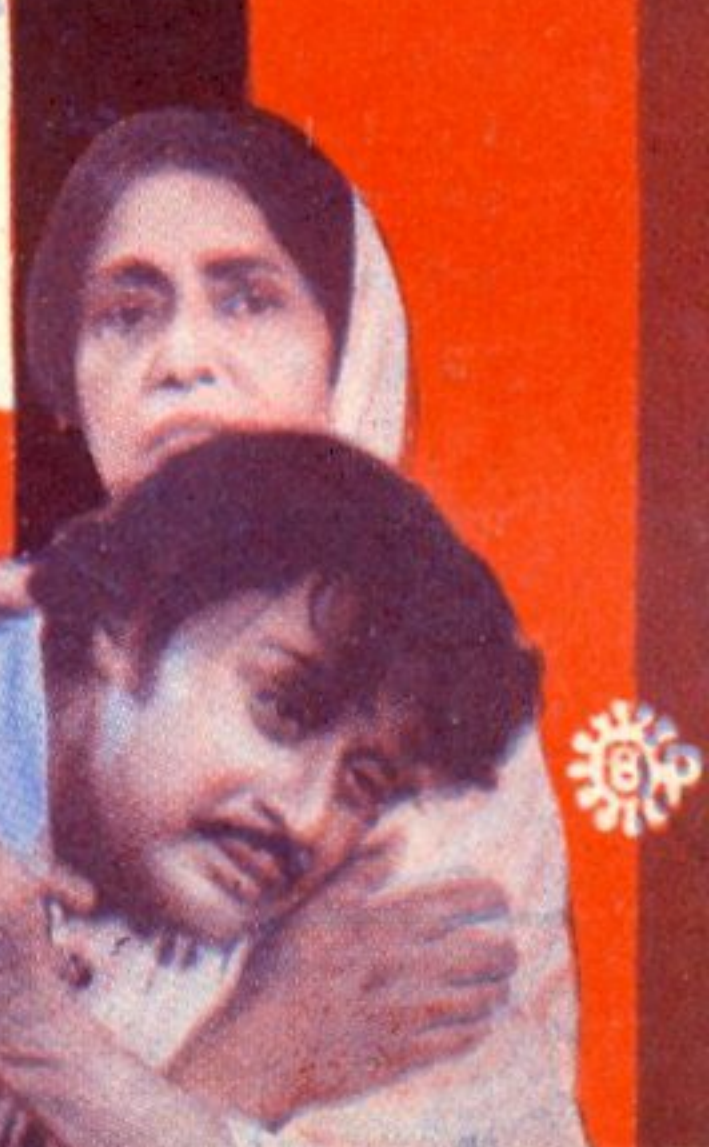

সুখেন দাস পরিচালিত

সিংহদুয়ার চিত্রে সুমিত্রা·শুভেন্দু·অনিল·ছায়া দেবী

সঙ্গীত অজয় দাস

এন-টি ফিল্মসের

সিংহদুয়ার

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুখেন দাস — সঙ্গীত পরিচালনা : অজয় দাস

চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা : বিজয় দে ॥ চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত ॥ প্রধান সম্পাদনা : রমেন ঘোষ ॥ শিল্প নির্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : হাসান জামাল ॥ কর্মসচিব : সুখেন চক্রবর্তী ॥ শব্দপুনঃর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন ॥ গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর ঘোষ ॥ নেপথ্যকণ্ঠ : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, নমিতা রায় ॥ পটশিল্পী : চণ্ডী ধর ॥ স্থির-চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ পরিচয় লিখন : নিতাই বসু, দীপেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার পরিকল্পনা : পূর্ণজ্যোতি ॥ চিত্রগৃহসজ্জা : অনুপ কর্মকার ॥ কোষাধ্যক্ষ : সুরজিত বটব্যাল ॥

: রূপায়ণে :

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, ছায়াদেবী, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, নবাগত রাজকুমার ও শিপ্রা বসু।

মধুমিতা, অজিত ঘোষ, কৃষ্ণ ব্যানার্জী, শংকর, মিহির, মেনকাদেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শৈলজা রায়, বলাই মুখোপাধ্যায়, মহাদেব, প্রবীর, নান্টু, পমা।

: প্রধান সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : সুধীর চট্টোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : জয় মিত্র ॥ সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ্র ॥ শিল্প-নির্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য ॥

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : তপন ভট্টাচার্য্য, রাণা চট্টোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : নুরু ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : ওয়াই, এস, মুলকী, উৎপল দে, ভরত ॥ ব্যবস্থাপনা : অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল, লক্ষ্মন ॥ শব্দগ্রহণ : গোপাল ॥ রূপসজ্জা : তপন, আখতার ॥ ব্যবস্থাপনায় : পাঁচুগোপাল দাস ॥ আলোক-সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, বেনুধর, বিমল, মঙ্গল সিং, গোবিন্দ হালদার, মধুসূদন, রতন সেন, রামস্বরূপ, তপন সেন, রসায়নাগারে : অনিল মাহান্ত, চণ্ডী শীল, চণ্ডী ব্যানার্জী, রসজিত গাঙ্গুলী, পঞ্চানন সরকার, বাবলু বকসী, প্রবীর মহান্ত, তারক দে ॥ সম্পাদনা : দুর্লভ কুমার, রথীন বসু ॥ প্রচার : দেবকুমার বসু, ॥ সাজসজ্জা : মিমাই দাস ও সনৎ ॥ চিত্রগৃহের পুষ্পসজ্জা : গ্লোব নার্সারী (কলেজ স্ট্রীট শাখা)।

প্রভাত দাসের তত্বাবধানে এন-টি ১নং ষ্টুডিও-এ গৃহীত ॥ অজিত রায়ের তত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্বপরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রা:) লিমিটেড ॥

কাহিনী

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার বিজয় নারায়ণ। এই মানুষটি বজ্রের মত ভয়ানক—ইস্পাতের মত তীক্ষ্ম! এমন একটি মানুষ যাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অথচ তাঁকেই একান্ত আকস্মিক এক চরম আঘাত পেতে হলো। আঘাত এল শর্মিলার কাছ থেকে।

বিজয় নারায়ণের ছোট মেয়ে শর্মিলা।

শিবনাথের সৎ ছোট ভাই বিশ্বনাথকে ভাল-বেসে চৌধুরী বংশের শক্ত ভিতটা সে শুধু নাড়িয়ে দেয়নি, তাকে বিয়ে করে চৌধুরী পরিবারের জমিদার বিজয়নারায়ণের আভিজাত্যের ভিতটিকে চূর্ন করে দিয়েছিল। এই বিয়ে বিজয় নারায়ণ সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে রোধ করতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। বিজয় নারায়ণ পরাজিত হয়েছিলেন। শর্মিলার এই বিয়ে সমর্থন করেছিলেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। আর এই সমর্থনের পিছনে কাজ করেছিল এক নারীর শাশ্বত কামনা। চৌধুরী পরিবারের বধূ বিজয় নারায়ণের স্ত্রী সাবিত্রী যদিও দুই কন্যা সন্তানের জননী তবুও এক পুত্র সন্তানের কামনায় উদ্বেল ছিল তাঁর নারী হৃদয়! আর সে হৃদয় তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন—শর্মিলা যাকে ভালবাসে সেই বিশ্বনাথকে জামাই করে পুত্রের আসনে বসিয়ে। সাবিত্রী জানতেন বিশ্বনাথ গরীব হলেও শিক্ষিত সুতরাং তাকে ঘরজামাই রেখে চৌধুরী পরিবারের বংশ মর্যাদায় গড়ে তুলতে পারবেন! সাজিয়ে নিতে পারবেন নিজেদের মত করে।

ঘটনার ঘনঘটা কিন্তু অন্য খানে।

বিশ্বনাথ ঘর জামাই থাকতে সম্মতি দিয়েছিল জমিদার বিজয় নারায়ণের অর্থের লালসায় নয়, বিজয় নারায়ণ নিভৃতে জানিয়েছিলেন, বিশ্বনাথের ভিটে মাটিটুকুও বন্ধক আছে তাঁর কাছে! আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন তিনি, ঘর জামাই থাকতে রাজী না হলে তার দাদা আর মাকে সেই ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতেও দ্বিধা করবেন না! অগত্যা এক বিশাল প্রতাপের কাছে এক নিদারুন ক্ষমতার কাছে এক শোষক চরিত্রের কাছে সেদিন আত্মসমর্পন করে তপ্ত যুবক হয়েছিল মূক। বিশাল সিংহদুয়ারের আড়ালে বন্দী হয়ে গিয়েছিল।

বিজয় নারায়ণের দম্ভের অহঙ্কার এক সময় ঝন ঝন করে উঠল। জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে হুকুম জারী করলেন প্রজাদের পুকুর থেকে মাছ ধরে আনতে। শিবনাথ বাধা দিল! গর্জে উঠলেন বিজয় নারায়ণ, তাঁর হাতের চাবুকটা হিংস্র হয়ে উঠলো! শিবনাথের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হলো বিজয় নারায়ণের চাবুকে।

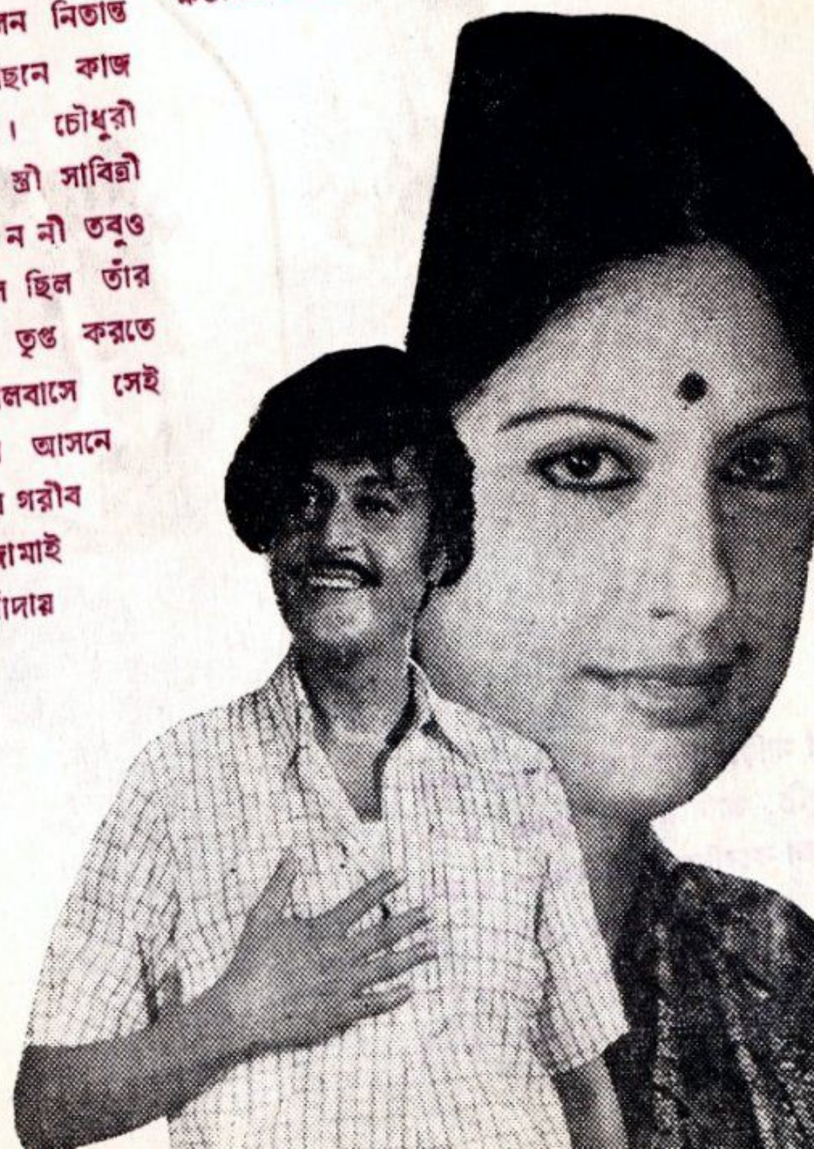

দাদার কান্নায় বিশ্বনাথের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল কিন্তু প্রতিবাদে মুখর হতে পারেনি সে। একরাশ অসহায়তার যন্ত্রনায় সে শুধু ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল প্রমিলা।

কোলকাতার হোস্টেলে থেকে ফিলজফিতে এম. এ বিজয় নারায়ণের বড় মেয়ে প্রমিলা। আবার দম্ভের সিংহাসন কেঁপে উঠল বিজয় নারায়ণের!

শিবনাথ আর পাঁচজনের কাছে ঘৃনার, নিতান্ত অপাংক্তেয়, পাগল বলে চিহ্নিত হলেও প্রকৃত মানুষের কাছে তার ভিতরকার পবিত্র মানুষটি ধরা পড়ে যাবে তাতে বিচিত্র কি? তাই প্রমিলার কাছে শিবনাথ ধরা পড়েছিল। প্রমিলার শিক্ষিত মনের গভীরে কোথায় যেন শিবনাথের প্রতি গভীর প্রীতি জমা হয়েছিল। সেই প্রীতি থেকে এই প্রতিবাদ—"মারুন দেখি ওকে!"

আর সেই প্রতিবাদ থেকে প্রণয়। আর সেই প্রণয়টুকু সম্বল করে প্রমিলা দুর্বার হয়ে ছুটে গিয়েছিল সিংহদুয়ারের

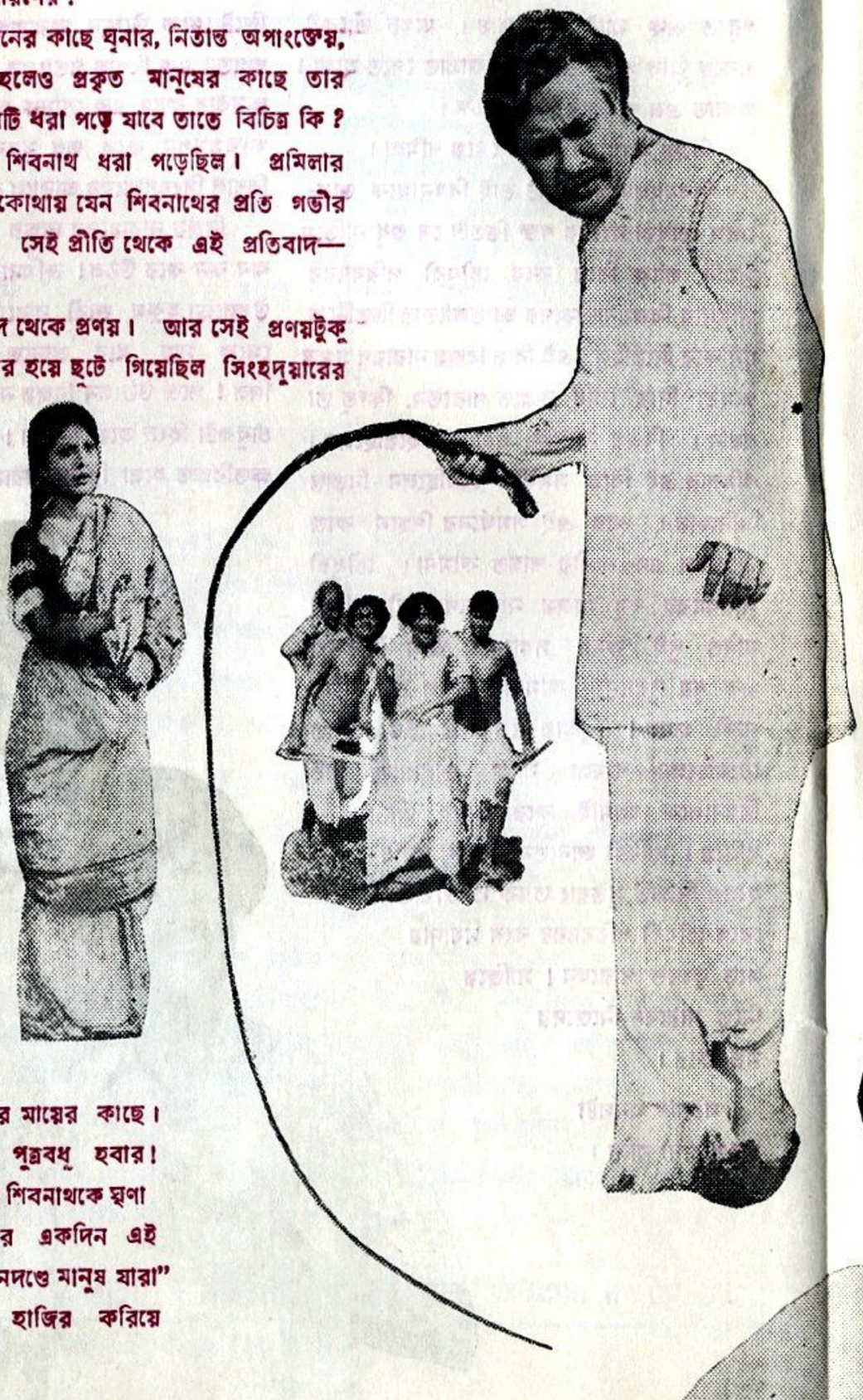

ছায়া মাড়িয়ে শিবনাথের মায়ের কাছে। আকুতি জানিয়েছিল পুত্রবধূ হবার! প্রতিজ্ঞা করেছিল, যারা শিবনাথকে ঘৃণা করে তাদের দরবারে একদিন এই শিবনাথকে "ওদের মানদণ্ডে মানুষ যারা" তেমনি মানুষ করে হাজির করিয়ে দেবে প্রমিলা।

তাই হয়েছিল।

শিবনাথকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রমিলা তিলে তিলে গড়েছিল তাকে মানুষের মত মানুষ করে।

ঘটনার ঘনঘটা বইতে থাকল আর এক খাতে!

জমিদার বিজয় নারায়ণের পুত্রের অভাব পূরণ করে দেবার তাগিদ দেখিয়ে একমাত্র ছেলে বেচারামকে সংগে নিয়ে এই বিশাল প্রাসাদে এসে উঠেছিল মনোরমা। বিজয় নারায়ণের দূর সম্পর্কের বিধবা বোন! বিশ্বনাথ একমাত্র কাঁটা! সুযোগ সন্ধানী মনোরমার কারসাজিতে বিজয় নারায়ণের সিন্দুক থেকে টাকা চুরির দায় পড়ল বিশ্বনাথের উপর। বিজয় নারায়ণের অনেক স্বপ্ন ছিল যাকে নিয়ে সেই ঘর জামাই বিশ্বনাথ সে সৌধ ভঙ্গে দিল। বাড়ী থেকে বার করে দিলেন বিশ্বনাথকে। শুধু বাড়ী থেকে নয় গ্রাম থেকে। শমিলা সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল। বিশ্বনাথের সংগে সেও বেরিয়ে পড়েছিল পথে। তখন শমিলা আর একা নয়, এক দেহে তখন আর এক দেহের অঙ্কুর।

বিশ্বনাথকে আশ্রয় দেয় দূর গ্রামের পূর্ব পরিচিত এক বাউলকাকা। সেখান থেকে সে আসে কোলকাতায়। বিধির বোধ করি এই ছিল বিধান। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিশ্বনাথ মূক হয়ে গেল। খবর পেয়ে শমিলা বাউলকাকার সংগে কোলকাতায় চলে আসে। ফিরিয়ে নিয়ে যায় গ্রামে। বিজয় নারায়ণের অন্তর তবুও এতটুকু উদ্বেলিত হলো না।

একরাশ অশান্তির পোকা শমিলা আর শিবুকে কুরে কুরে খেলেও শিশুসন্তানকে বুকে নিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে থাকে ওরা।

ওকালতি পাশ করে ফিরে এলো গ্রামে শিবনাথ। বিজয় নারায়ণ যেন কেঁপে ওঠেন!

একদিকে আসল চোরের সন্ধান পেয়ে বিজয় নারায়ণ যেমন আত্মবিমোহিত অন্যদিকে শিবনাথের উকিল হয়ে আসায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তারপর ঘটনার পরিসমাপ্তি কোথায়?

ক্লাইমেক্সের পর ক্লাইমেক্স যে কহিনীর বিন্যাসে প্রতিফলিত, তার পরিসমাপ্তিতে যে ক্লাইমেক্স তা এই সিংহদুয়ার চিত্রেই ধরা আছে।

সংগীত

(১)

এ·····গলা ছেড়ে গান গেয়ে যাই
টুকটুকে বর আনবে আমার ভাই
মা আমার পায়ের ওপর পাটি রেখে
সংসার সাজিয়ে দেবে হাসি মুখে।
এলো মেলো আর এলো থোলো আর
কোন কিছু থাকবে না যে তাই
এই ছিঁদে—শোন—শোন—শোন
ও ছিদে আসিস তোরা খেতে বিয়ের ভোজ
রুই কাতলা কথানা চাই নিয়ে রাখিস খোঁজ
আশু ভাই করিম চাচা এসো গো সবাই
আসরে ঢোল বাজিও বাজিও সানাই
টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই
মহাজন সবার পায়ে করি নমস্কার
আসবেন দয়া ক'রে আমাদের ছোট্ট ঘরে
আমার ভায়ের বিয়ের দিনে শুধু একটি বার।
হেঃ হেঃ হেঃ আসব বইকি আসব বইকি
ও বাউল কাকা তুমিও এসো গো,
হাটুরে এসো সবাই না থাক হাটের বার
ঝাঁপটাপ সব বন্ধ করে এসো দোকানদার।
ও খুকু ·····ওরে খোকা
তোদের জানাই—
আমার ভায়ের বিয়ের দিনে সবার আসা চাই।
ওরে পচা পটলা····· ন্যাড়া বেঁটে হ্যাংলা
হাঁদারাম ক্যাবলা·····আসা চাই···আসা চাই
আসা চাই
ওগো দাদু দিদিমা·····ওগো মামা মামিমা
ওগো পিসে পিসিমা—আসা চাই আসা চাই।
আসা চাই ·····এসো কিন্তু
টুকটুকে বউ আনবে আমার ভাই—
গলা ছেড়ে গান গেয়ে যাই।

(২)

ও দয়াল···ও·····দয়াল ····।
বলবো কারে ভালোবাসার জন
কাছের মনুষ পর হয়ে যায়
এ কিরে লিখন ··।
যার সুখেতে সুখ ভুলেছি
ভাবিনি কি পেয়েছি
পিছন ফিরে দেখলো না সে
কাঁদেরে আজ কার মন
হায়রে প্রাসাদ বাড়ীর ঐ যে সিংহদুয়ার
করলো আড়াল সকল ভালোবাসা
চোখের জলের দাম মেলে না সেথায়
কেউ পড়েনা দুঃখেরই ভাষা
দুচোখেতে ভাঙলোরে আকাশ
নিয়তির কি পরিহাস
সব কেড়ে আজ করলো আমায়
এমনি দুঃখী অভাজন
বলবো কারে ভালোবাসার জন

(৩)

বেচা—নোলক দেবো টায়রা দেবো
চাইলে পাবি যা খুশী
আমার পিরীতের এই বাগানে তুই
রস টস টস ফুলটুশী
দেনা ঘোমটা খুলে আমায় চমকে দেনা।
ঐ চাঁদ পানা মুখ খানা দেখতে দেনা
ফুলটুশী—এই চাঁদ কলঙ্কী চাঁদ
বারো মাস সারাটা রাত
যখন তখন রাহু এসে গ্রাস করে
তাই তো সে মেঘের ফাঁকে যায় সরে
যখন তখন রাহু এসে গ্রাস করে
বেচা—বুকটা আমার ভরা দিঘীর জল
মনে কর
জোৎস্না হয়ে ও ফুলটুশী ঝাপাইয়ে পর
ও সখী মরনা ডুবে মর
অন্য নাগর তোকে খুঁজেও পাবেনা
ফুলটুশী—মনের মত নাগর পেলে
মনের মানুষ মিলে গেলে
কেন পাই এত সুখের যন্ত্রনা
সহে যেতে হবে সবার গঞ্জনা
বেচা—কৃষ্ণ লীলা দেখিস নি কি সুন্দরী
গোপীনির পরান কেবল যায় চুরী
শ্যামতো করেই চাতুরি
বলনা কোথায় পাবি এমন ছলনা
দেনা ঘোমটা খুলে আমায় চমকে দেনা।

(৪)

বেঁধেছি প্রাণের ডোরে
রেখেছি হৃদয় ভরে
সাধ হয় মনের রঙে
সাজাই তোমায় নতুন করে
তুমি যে মোর গগনে
জোছনা সব লগনে
আমি যে ছন্দমুখী
চাঁদ কে রাখি বুকে ধরে
ফালগুনের মন্ত্র পড়ে আন যে বসন্তরে
সাধ হয় সে ফুল তুলে
সাজাই তোমার চরণ পরে।
প্রণয়ের অলঙ্কারে
সাজায়ে তাই তোমারে
কি করে বোঝাই বলো
ধন্য যে কি অহঙ্কারে
তুমি যে আমায় গড়ে—দিলে মন এ অন্তরে
সাধ হয় তোমায় দিতে
তোমারি সেই অনন্দরে!

(৫)

তোর চোখ মুছে ফেলে
আর কাঁদিস না
মিছে মনগড়া ভুলে
ঘর ভাঙ্গিস না
ওরে ওই বিধাতা—ওই ভাগ্যদাতা
নয় বন্দী করুক সব মুখের কথা
তোর বুকের কথা বল বাঁধবেরে কে—
শুধু এই কথা কোনো দিন ভুলিস না।
নবজীবনের ওই সিংহদুয়ারের
বন্ধ, কপাট সব আপনি যে খোলে
শুধু একটু এগিয়ে গেলে—
তোর সূর্য ওঠা পুব আকাশটাতে
আর পারবে না কেউ কোনো মেঘ ছড়াতে
তোর প্রাণের ভিতর আছে যে ভগবান
তাকে কোনো ছলে অপমান করিস না।

(৬)

ও মন থাকতে সময়
তাকিয়ে কেন দেখলি নারে তুই
আহা রক্ত, কমল—
উঠলো ফুটে শুধু শুধুই
চোখের জলে দেখরে এখন
আপন হ'ল কত আপন
বুকের রতন উজার করে
দিয়েছে সব নেয় নি কিছুই
আহা রক্ত, কমল—
উঠলো ফুটে শুধু—শুধুই
তাকিয়ে কেন দেখিলিনারে তুই
থাকতে সময়।
যে জন পরের ব্যথা নিজের করে
জ্বালালো দ্বীপ সাজের ঘরে
জীবন পারের এই চরাচর
তার কাছে এক বিদেশ বিভুই
আহা রক্ত, কমল উঠলো ফুটে শুধু শুধুই
তাকিয়ে কেন দেখলিনারে তুই—
থাকতে সময়

উষা ফিল্মসের
ষষ্ঠ নিবেদন
তারাশঙ্করের
ধনরাজ তামাং
চা-বাগানের পটভূমিকায় রঙিন ছবি
পরিচালনা-পীযূষ বসু- সঙ্গীত-শ্যামল মিত্র
শ্রে-উত্তম-সন্ধ্যা-উৎপল-অনিল-দিলীপ-ছায়া দেবী-সুধাতারা-শম্ভু-তরুণ
মদনমোহন পিকচার্সের
কিশোর চিত্র
হীরে মানিক
পরিচালনা
সলিল দত্ত
সঙ্গীত-মৃণাল মুখোপাধ্যায়
শ্রে-সাবিত্রী-অনিল-বিকাশ-চিন্ময়
অভিতেশ-মা: সৌম্য-মা: বাপ্পা
অন্য
স্বাদের
অনন্য
ছবি
সরকার ফিল্মস
প্রযোজিত
মাদার
(রঙিন)
কাহিনী-আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা-নারায়ণ চক্রবর্তী
সঙ্গীত-বীরেশ্বর সরকার
শ্রে • শর্মিলা • অমল পালেকার • দীপঙ্কর
যুঁই • মা: অরিন্দম
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত